



## 127946 - সহশিক্ষাভিত্তিক প্রত্যাষ্ঠানে পড়া ও পড়ানো

### প্রশ্ন

আমি একটা সমস্যায় আছি; যটা নিয়ে খুব বেশি ভাবছি ও পরেশোনতি আছি। প্রায় দুই মাস আগে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে শিক্ষকতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি। বর্তমানে আমি ইংলিশ টিচার্স ট্রেনিং স্কুলে আছি। আমি যে শাখায় পড়ছি সেখানে নরনারীর মশ্রিন বদ্যমান; ১৫ জন ছাত্র ও ১৫ জন ছাত্রী। তারপর আমাকে আমাদের দেশে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে কোনো এক প্রত্যাষ্ঠানে শিক্ষকতার জন্য নিয়োগ দেওয়া হবে। এই উচ্চমাধ্যমিক প্রত্যাষ্ঠানগুলো সহশিক্ষা ভিত্তিক। আসলে যে বিষয়টি আমাকে পরেশোন করে তুলছে তা হলো আমি জানি যে, সহশিক্ষা হারাম এবং পুরুষ ব্যক্তি দৃষ্টি অবনত রাখতে আদর্শিত। কিন্তু আমি মনে মনে বলি, আমাদের দেশেটা অন্যান্য ইসলামী দেশে মত নয়। আমাদের দেশে দ্বীনদার ও দ্বীনরে উপর অবচিল ব্যক্তিদরে উচতি এই সকল পদে প্রত্যাগতি করা; যাতে করে বদাতী ও পাপপ্রবণ লোকদরে সামনে রাস্তা বন্ধ করে দেয়া যায়। আমি এখনও জানি না আমি যে কাজটা করছি সটোর জন্য নকী পাচ্ছি; নাকি শয়তান আমার কাছে এ কাজটাকে আকর্ষণীয় করে তুলছে আর আমাকে বুঝ দিচ্ছে যে আমি দাওয়াতরে প্রচার, মুসলমিদরে কল্যাণ সাধন এবং বশিদ্ব আকীদা ও নশিকলুষ পদ্ধতির দিকে আহ্বানে আগ্রহী। আমি পূর্ণ আস্থাশীল যে বগোনা পুরুষরে জন্য একজন নারীকে পর্দা ছাড়া পড়ানো জায়যে নহে। কিন্তু এখানে আমার চাকুরী করাটা কি জরুরী নয়? যহেতু সকেযুলাররো ও তাসাউফপন্থীরা এবং অন্যরো আমাদের দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রগুলো দখল করে আছে?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লল্লাহ।

বর্তমান যুগে মুসলমিরা যে সকল বিষয়রে পরীক্ষায় পড়ছে তার মধ্যে অন্যতম হল বশিববদ্যিয়ালয়, হাসপাতাল, অধিকাংশ পাবলিক প্রত্যাষ্ঠান ও সরকারী চাকুরিগুলোতে নারী-পুরুষরে অবাধ মলোমশো ছড়িয়ে পড়া।

ইতঃপূর্বে 1200 নং প্রশ্নোত্তরে নর-নারীর অবাধ মলোমশো হারাম হওয়া এবং এর ফলে সৃষ্ট অনশ্টিগুলোর ববিরণ দেয়া হয়েছে। এটাও বলা হয়েছে যে একজন মুসলমিরে কর্তব্য হলো নরনারীর মশ্রিনযুক্ত প্রত্যাষ্ঠানগুলোতে পড়ালখো ও চাকুরী করা এড়িয়ে চলা।

কিন্তু যে সকল দেশে অধবাসীরা জীবনরে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নরনারীর মশ্রিনরে পরীক্ষার শকার; বশিষেতঃ শিক্ষা প্রত্যাষ্ঠান, কর্মক্ষেত্রে ও চাকুরীস্থলে; যার ফলে একজন মুসলমিরে জন্য এর থেকে দূরে থাকা খুব কঠনি হয়ে পড়ছে; তাদের



জন্য এমন ছাড় দেওয়া যাবে যটো অন্যদরেককে দেওয়া যাবে না। যাদরেককে আল্লাহ এ সব বিষয় থেকে হফোজত করছেন।

উক্ত ছাড়রে ভিত্তি একটি ফকিহী কায়দো। তা হলো: “হারামরে পথ রোধকরণ হিসাবে যা হারাম প্রয়োজন ও বৃহত্তর স্বার্থে সটে বৈধতা পায়”।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন: “গটো শরীয়ত এই ভিত্তির উপর প্রতর্ষিষ্ঠতি য়ে, হারামরে দাবি রাখ়ে এমন অনর্ষিটরে সাথে যদা বৃহত্তর প্রয়োজন সাংঘর্ষকি হয়; সটো উক্ত হারামকে বৈধতা প্রদান করে।”[মাজমুউল ফাতাওয়া (২৯/৪৯)]

তনি আরটো বলেন: “যা কছি হারামরে পথ রোধকরণ শ্রণীয় তা থেকে বারণ করা হব়ে যখন এর প্রয়োজন না থাকে। আর যদা এটি ছাড়া কল্যাণরে স্বার্থ অর্জন করা না যায় তাহলে এর থেকে বারণ করা হব়ে না”।[মাজমুউল ফাতাওয়া (২৩/২১৪)]

ইবনুল কাইয়ামি বলেন: “হারামরে পথ রোধকরণ হিসাবে যা হারাম করা হয়েছে বৃহত্তর স্বার্থে সটোকে বৈধতা দেওয়া হয়। যমেন: রবাল ফাদল (বৃদ্ধগিত সুদ) থাকা সত্বেও ‘আরায়্যা’-কে বৈধ করা হয়েছে। যমেন: ফজররে ও আসররে পরে নর্ষিধোজ্এগা থাকা সত্বেও হত্বেযুক্ত নামাযগুলোকে বৈধতা দয়ো হয়েছে। যমেন: হারাম দর্শনরে মধ্য থেকে বয়িরে প্রস্তাংবকারী, ডাক্তার ও লনেদনেকারীর দখোকে বৈধতা দয়ো হয়েছে। যমেন: নারীদরে সাথে সাদৃশ্যগ্রহণ রোধকল্পে পুরুষরে ওপর স্বর্গ ও রশেমরে কাপড় পরাকে হারাম করা হয়েছে; য়ে সাদৃশ্যগ্রহণকারীকে লানত করা হয়েছে। তদুপর প্রয়োজনরে পরপিরক্েষতিে সগুলো বৈধ করা হয়।”[ইলামুল মুওয়াক্কিন (২/১৬১)]

শাইখ ইবন উছাইমীন বলেন: “(হারামরে) মাধ্যম হিসাবে যা হারাম প্রয়োজনরে প্রক্েষতিে সটে জায়়ে।”[মানযুমাতা উসুললি ফকিহ (পূ-৬৭)]

আমাদরে কাছ়ে অগ্রগণ্য মনে হচ্ছ়ে; আর আল্লাহই সর্ব্বজ্এঃ এ ধরণরে দশেগুলোতে যখনে এই সমস্যাটি ব্যাপক আকার ধারণ করছে স়ে সব দশেরে অধবাসীর জন্য নরনারীর মশ্রিন থাকা সত্বেও পড়ালখো ও চাকুরী করার ক্েষত্রে ছাড় দয়ো হব়ে; য়ে ছাড়টো অন্যদরেককে দয়ো হব়ে না যমেনটি ইতপূর্বে উল্লখে করা হয়েছে। তবে এই ছাড় কয়কেটি শ্রতসাপক্েষ; সগুলো হলো:

প্রথমত: ব্যক্তি শুরুতে সাধ্যমত এমন স্থান অনুসন্ধান করা যখনে নরনারীর মশ্রিন নই।

দ্বিতীয়ত: শরয়ী হুকুমগুলো মনে চলা তথা দৃষ্টি অবনত রাখা এবং কাজ বা পড়ালখোর প্রয়োজনরে অতিরিক্ত কথাবার্তা না বলা।

শাইখ ইবনে উছাইমীনকে জিজ্এসে করা হয়েছিল এমন এক যুবক সম্পর্কে য়ে নরনারীর মশ্রিন বহীন শক্ষা প্রতর্ষিষ্ঠান পায়নি?



তিনি বলেন: “আপনাকে অবশ্যই এমন প্রতিষ্ঠান খুঁজতে হবে যেখানে এই অবস্থা নই। যদি এই অবস্থার বাহিরে কোনো প্রতিষ্ঠান না পান; অথচ আপনার পড়াশোনা করা প্রয়োজন; তাহলে আপনি পড়বেন; কিন্তু সাধ্যমত অশ্লীলতা ও ফতিনা থেকে দূরে থাকবেন। সটো এভাবে যে, আপনার চোখকে অবনত রাখবেন এবং জহিবাকে সংরক্ষণ করবেন। নারীদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদের কাছ দিয়ে যাবেন না।” [ফাতাওয়া নূরুন আলাদ্দারব (১/১০৩), (১৩/১২৭)]

তৃতীয়ত: যদি কোন মানুষ অনুভব করে সে হারামের দিকে ঝুঁকছে এবং তার সাথে থাকা নারীদের ফতিনায় পড়ছে সেক্ষেত্রে ব্যক্তির দ্বীনদাররি নিরাপত্তা অন্য সব স্বার্থের উপর প্রাধান্য পাবে। তখন অবশ্যই তাকে এই স্থান ছাড়তে হবে। আল্লাহ নজি অনুগ্রহে তার প্রয়োজন পূরণ করে দিবেন।

আরও বিস্তারতি জানতে 69859 নং প্রশ্নোত্তরটি পড়ুন।